ধর্ম্মের সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, সেই আমাদের কর্ত্তৃক প্রার্থিত মানবজনম পাইয়া যাহারা শ্রীহরির আরাধনা করে না, তাহাদের জন্য বড় খেদ হয়। যেহেতু তাহারা শ্রীহরির মায়ায় অত্যন্ত বিমোহিত। এই শ্লোকটিতে ভগবদ্ভক্তির মহাতুর্লভত্ব দেখান হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা সাক্ষাৎ ভক্তির সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভগবানে প্রেম প্রদানে সামর্থ্য এবং পরম-তুর্লভত্ব থাকা সত্ত্বেও ভক্তিভিন্ন অন্যকামনা করিয়া যাহারা ভজনানুষ্ঠান করেন, সেই ভজনটি অভিধেয় অর্থাৎ শাস্ত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য উপদেশরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই—

তং তুরারাধ্যমারাধ্য শতামপি তুরাপরা।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥ ৪।২৪।৫৫ ॥

শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে কহিলেন — হে বৎস্যগণ! সাধুগণেরও তুষ্প্রাপ্য একান্ত ভক্তিতে তুরারাধ্য যেই শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া কোন্‌জন তাঁহার শ্রীচরণমূল ছাড়িয়া বাহ্য স্বর্গাদি সুখের কামনা করিয়া থাকে? এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন অন্য কামনা করিয়া ভজন করা যে কর্ত্তব্য নহে, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তিমাত্র কামনাতেই বিশুদ্ধভক্তির অকিচঞ্চত্ত্ব এবং অকামত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে—ইহাই জ্ঞাপন করা হইল। ভগবান্ ঋষভদেবের বাক্যেও দেখা যায়—

মত্তোঽহনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ স্বর্গা বর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষামকিঞ্চমানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥ ৫।৫।২৫ ॥

হে পুত্রগণ! যাহারা স্বর্গ এবং অপবর্গের অধিপতি পরাৎপর অনন্ত-স্বরূপ আমার নিকট হইতেও কিছু চায় না, সেইসকল আমাতে একান্ত ভক্তিমান অকিঞ্চনগণের সাধারণ রাজ্যাদি দ্বারা কি লাভ হইতে পারে?

এই শ্লোকে বিশুদ্ধভক্তির অকিঞ্চনত্ব দেখান হইয়াছে। "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে বিশুদ্ধভক্তির অকামত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন এই বিশুদ্ধা ভক্তি অনন্যা অকিঞ্চনা ও অকামা সংজ্ঞায় অভিহিতা, তেমনি একান্তিতা শব্দেও কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। অর্থাৎ এই বিশুদ্ধা ভক্তিই কোথাও অকিঞ্চনা, কোথাও বা অনন্যা এবং কোথাও বা একান্তিতা নামে বিখ্যাতা। সেইজন্য গজরাজ শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ॥" ৮।৩।২০॥ তাহার চরণে একান্ত প্রপন্ন যে ভগবৎ-ভক্তগণ শ্রীভগবানের নিকটে কিছুমাত্রও কামনা করে না, তাহারাই একান্তা